নাটা বুলেটিন

NATA BULLETIN

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির একটি প্রকাশনা: জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

নাটা বুলেটিন

জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা

মাহমুদুল হাসান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
নাটা, গাজীপুর

সংকলন ও সম্পাদনায়

আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (কৃষি সম্পসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি), নাটা

নিলুফা আক্তার
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা), নাটা

মুহাম্মদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী
সিনিয়র সহকারি পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ), নাটা

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা, নাটা

লুপু রহমান
লাইব্রেরিয়ান, নাটা

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২২

৭ম সংখ্যা
২০০ (দুইশত) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
আফজাল প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

প্রকাশনায়
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
গাজীপুর-১৭০১
www.nata.gov.bd
dgnata14@gmail.com

সম্পাদকীয়

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ মেয়াদের ষান্মাসিক নাটা বুলেটিন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। নাটা বুলেটিন জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ এর মাধ্যমে বিগত ছয় মাসে নাটার উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং কর্মকান্ড উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক গৃহীত সমসাময়িক সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ পূর্বক জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। নাটা কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান হলেও এই একাডেমির কর্মকান্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের মত সরাসরি কৃষির উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত নয়। আমাদের প্রায় সকল কর্মকান্ডই প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত। নাটায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭ (সতের) টি প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের গবেষণা/প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সেমিনার/ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড ছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বুলেটিনে বিগত ছয় মাসের সকল কর্মকান্ডের অর্জন তুলে ধরা হয়েছে। সে অর্থে নাটা বুলেটিন বিগত ছয় মাসের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির সাফল্যের একটি দলিল।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নাটা বুলেটিন জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদেরকে আন্তরিক অভিবাদন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকল সম্মানিত পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং অংশীজনের কাছে ত্রুটি মার্জনা চেয়ে এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম পদবী	পৃষ্ঠা নং
০১.	এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	**মাহমুদুল হাসান** মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	০১
০২.	জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ সময়ে নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী	**সুমাইয়া শারমিন** প্রকাশনা কর্মকর্তা	০২
০৩.	Training Calendar (2021-22)	**মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন সিদ্দিকী** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ)	০৪
০৪.	'এ' ক্যাটাগরি কর্মকর্তাদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১)	**আবুল কালাম আজাদ** উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)	০৫
০৫.	বি (১০ম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরির ইন হাউজ প্রশিক্ষণ জুলাই/২১-ডিসেম্বর/২১	**মাহমুদা হক** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)	০৭
০৬.	১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২১	**লায়লাতুল রোকসানা লিমা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল কেমেস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি)	১০
০৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	**নাঈমা সুলতানা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি)	১১
০৮.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর পদচারণা	**সুমাইয়া শারমিন** পাবলিকেশন অফিসার	১২
০৯.	শেখ রাসেল : একটি সম্ভাবনার অকাল প্রয়াণ	**তৌফিকুন নাহার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি)	১৫
১০.	এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেস নাইট	**মোঃ শরিফ ইকবাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল)	১৭
১১.	"Emerging Issues in Precision Agriculture" শীর্ষক সেমিনার	**মো: ইসকান্দার হোসেন** উপপরিচালক (এগ্রোনমি)	১৯
১২.	"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ	**শামসুন নাহার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ)	২১
১৩.	১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২১	**শারমিন সুলতানা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ পেষ্ট)	২৩
১৪.	নাটায় অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা	**নিলুফা আক্তার** উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)	২৪

এক নজরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

মাহমুদুল হাসান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

নাটা গঠনের প্রেক্ষাপট:

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি। নাটা গঠনের পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর আওতাধীন কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (সার্ডি) নামে অভিহিত ছিল। Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে সার্ডি (CERDI) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭ টি দপ্তর/সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়য়ের নিমিত্ত ২০১৪ সালের জুন মাসে সার্ডি বিলুপ্ত হয়ে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর কৃষি মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রূপকল্প (Vision)

কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনের উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of excellence)।

অভিলক্ষ্য (Mission)

মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা-উন্নয়ন এবং প্রকাশনার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন। কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা করা।

নাটার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic objectives)

- মানবসম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যখাতে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; এবং
- ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি (Functions)

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
- বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন;
- কৃষি সেবায় দক্ষ জনবল গঠনের কার্যকর প্রয়াস হিসাবে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ইনডাকশন ট্রেনিং, ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও সিনিয়র স্টাফ কোর্সের আয়োজন;
- টেকসই কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন;
- প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে সেবার মান উন্নয়নের জন্য ডরমিটরি, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ক্যাফেটেরিয়া, অডিটরিয়াম ইত্যাদি ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি;
- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপন;
- পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনুষদ সদস্যগণকে বিদেশে এবং দেশের অভ্যন্তরে খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবনী কোর্স সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ এবং কোর্স কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/ মডিউল তৈরির ক্ষেত্রে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান।

জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ সময়ে নাটার প্রশিক্ষণ বিবরণী

সুমাইয়া শারমিন
প্রকাশনা কর্মকর্তা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতি বছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার ৯ম ও তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নাটার প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা অনুয়ায়ী জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ মাসে নাটার অর্থায়ণে ১৭টি ব্যাচে মোট ৫৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও স্পন্সরড ট্রেনিং হিসেবে জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১ মাসে নাটায় ১২ ব্যাচে ৩৪০জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাটায় বিসিএস কর্মকর্তাদের ৬ মাস ব্যাপী এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি দুটি ব্যাচে ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ৬ জুন/২০২১ শুরু হয়ে বর্তমান চলমান রয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স বিষয় ভিত্তিক দক্ষ রিসোর্স স্পিকারের উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে কৃষির সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীরা অবহিত হতে পারেন।

জুলাই - ডিসেম্বর/ ২০২১ (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	কোর্স - কোঅর্ডিনেটর	তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	Integrated Water Resource Management in Agriculture	মো: রফিকুল ইসলাম	১২-১৬/০৯/২০২১	২৯	৫	৩৪
০২	Eco-friendly Plant Protection Techniques	মো: জামাল উদ্দিন	১৯-২৪/০৯/২০২১	২৯	৫	৩৪
০৩	ToT on Teaching Methods & Techniques	আবুল কালাম আজাদ	২৬-৩০/০৯/২০২১	১৯	১০	২৯
০৪	Value Chain Management of Economically Important Horticulture crops	আবুল কালাম আজাদ	০৩-০৭/১০/২০২১	২৪	৪	২৮
০৫	Disaster Management through Climate Smart Agriculture	মোছা: শারমীন আখতার	০৩-০৭/১০/২০২১	২৬	৫	৩১
০৬	Food Processing and Preservation Techniues	ড. মো: মঈনউদ্দিন	১০-১৪/১০/২০২১	২৫	৮	৩৩
০৭	Innovation in Public Service	মো: সাইফুল ইসলাম	১০-১৪/১০/২০২১	২৭	৮	৩৫
০৮	Public Procurement Procedure	মো: তাহাজুল ইসলাম	২৪/১০-০২/১১/২০২১	২৬	৭	৩৩
০৯	Project Appraisal and Formulation of DPP	মো: তাহাজুল ইসলাম	২৪/১০-০২/১১/২০২১	২৭	৬	৩৩

১০	Rules and Regulation for Organizational Management	মোছা: শারমীন আখতার	৭-১১/১১/২০২১	২৬	৫	৩১
১১	Public Procurement Procedure	মো: তাহাজুল ইসলাম	১৪-২৩/১১/২০২১	২৮	৬	৩৪
১২	Soil heath Management	মো: আব্দুল হামিদ	২১-২৫/১১/২০২১	২১	৯	৩০
১৩	Seed Technology	মো: ইসকান্দার হোসেন	২৮/১১/২০২১-০৭/১২/২০২১	২৪	১০	৩৪
১৪	Food Security and Food Safety	মো: আব্দুল হামিদ	২৮/১১/২০২১-০৭/১২/২০২১	২৩	৯	৩২
১৫	Good Agricultural Practices (GAP)	মো: শরীফ ইকবাল	৫-০৯/১২/২০২১	২৬	৫	৩১
১৬	Modern Office Management	মোহাম্মদ ওমর ফারুক	১৯-২৩/১২/২০২১	২৩	১০	৩৩
১৭	Industrial Revolution 4.0 in Agriculture	মো: তৌফিক আরেফিন	১৯-২৮/১২/২০২১	২৮	৫	৩৩
১৮	Good Governance	ড. মো: জামাল উদ্দিন	২৬-৩০/১২/২০২১	২৮	৬	৩৪

রাজস্ব বাজেটে নাটায় আয়োজিত ট্রেইনিং এ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

National Agriculture Training Academy (NATA), Gazipur

Revised

Training Calendar (2021-22)

(No. of Batch and No. of Participants 33/batch)

মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন সিদ্দিকী
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ ডিজিজ)

SL No	Title of the course	Days	No. of batch	Jul/21	Aug/21	Sept/21	Oct/21	Nov/21	Dec/21	Jan/22	Feb/22	Mar/22	Apl/22	May/22	June/22
1	Integrated water resource management in Agriculture	5	1			12-16									
2	Eco-friendly plant protection techniques	10	1			19-28									
3	ToT on Teaching Methods/Techniques	5	1			26-30									
4	Value Chain Management of commercially important Hort. Crops	5	1				03-07								
5	Disaster Management through smart agriculture	5	1				03-07								
6	Food processing and preservation techniques	5	1				10-14								
7	Innovation in public service	5	1				10-14								
8	Project Appraisal and Formulation of DPP	10	1				24 Oct-02 Nov								
9	Public Procurement Procedure (1)	10	1				24 Oct-02 Nov								
10	Rules and Regulations for organizational management	5	1					07-11							
11	Public Procurement Procedure (2)	10	1					14-23							
12	Soil health management	5	1					21-25							
13	Seed technology	10	1					28 Nov-07 Dec							
14	Food security and food safety	5	1					28 Nov-02 Dec							
15	Good agriculture practices (GAP)	5	1						05-09						
16	Industrial Revolution 4.0 in agriculture	10	1						19-28						
17	Modern Office management	5	1						19-23		06-10				
18	Good Governance	5	1						26-30						
19	Human Resource management	5	1							02-06					
20	Modern farm mechanization	5	1							02-06					
21	Public Financial Management	5	1							09-13	13-17				
22	Advanced ICT	15	1							09-23					
23	Commercial Farm management	5	1								06-10				

'এ' ক্যাটাগরি কর্মকর্তাবৃন্দের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১)

আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। নাটা'র ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণের জন্য জুলাই ২০২১ থেকে 'এ' ক্যাটেগরি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রতি মাসে ১ দিন হিসেবে ১২ মাসে ১২ দিনে ৬০ ঘন্টার সূচি প্রণয়ন করা হয়। নাটা'র কর্মকর্তাগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে সূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। কর্মকর্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতা, কর্মক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও নেতৃত্বের গুণাবলি বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করাই এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। নাটা কর্তৃক আয়োজিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের 'এ' ক্যাটেগরির ইন হাউজ প্রশিক্ষণের বিগত ছয় মাস ওয়ারী তথ্য নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো।

তারিখ	বিষয়	নাটার রিসোর্স স্পিকার	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৮ জুলাই, ২০২১	1. National Integrity Strategy and its Implementation Techniques on Departmental Level. 2. Leave Rules and Leave Calculation, Pension and Gratuity Calculation. 3. Right to Information Act 2009 and its Relevancy to Government Organization 4. Sustainable Development Goals and Agriculture	১. জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক ২. মাহমুদুল হাসান, উপপরিচালক ৩. ড. মোঃ ছাইদুর রহমান, উপপরিচালক ৪. জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক	২৭ জন
২২ আগস্ট, ২০২১	1. Emergence of Bangladesh as a Leader ২. পারিবারিক পুষ্টিবাগান ও সমলয় চাষাবাদসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিমিত্ত ডিএই এর চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা 3. Online Meeting, Conference, Seminar, Training through Zoom Metting/ Googlemeet 4. APA (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)	১. জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক ২. মোঃ মাহবুব আলম, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ৩. জনাব মোঃ আকলিমুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ৪. জনাব বনানী কর্মকার, সিনিয়র সহকারী পরিচালক	২৯ জন
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১	1. Right to Information Act 2009 and its Relevancy to Government organization 2. GRS সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা ৩. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ৪. ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা 5. Delta Plan-2100	১. মাহমুদা হক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ২. মাহমুদুল হাসান, উপপরিচালক ৩. ড. মোঃ জামাল উদ্দিন, উপপরিচালক ৪. নিলুফা আক্তার, উপপরিচালক ৫. মোঃ আবদুল হামিদ উপপরিচালক (সয়েল সায়েন্স)	২৯ জন

২৬ অক্টোবর, ২০২১	1. The Dengue Epidemic in Bangladesh: Risk Factors and Actionable Items 2. ACR Writing 3. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কাজ সমূহ 4. বাংলা বানান নীতি 5. Smart Use of Computer	১. ডা. শহীদুজ্জামান শুভ, মেডিকেল অফিসার ২. মাহমুদুল হাসান, উপপরিচালক ৩. ড. মোঃ মঈন উদ্দিন, উপপরিচালক ৪. নিলুফা আক্তার, উপপরিচালক ৫. মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক	২৪ জন
২২ নভেম্বর, ২০২১	1. Dress Code; Etiquettes & Manners for Civil Servants 2. Disester Management: Bangladesh Context for Sustainable Agriculture 3. Preparation of Project Concept Paper (PCP) 4. GAP for Safe Food Production 5. Importance of GAP for Food Security	১. মোঃ শরিফ ইকবাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ২. মোছা: শারমীন আখতার, উপপরিচালক ৩. মোঃ তাহাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ৪. মোঃ মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৫. মোঃ মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	২৬ জন
২৯ ডিসেম্বর, ২০২১	1. E-commerce in Bangladesh 2. Organizational Setup. Organogram, TO & E নিয়োগ বিধিমালা ৩. সরকারি যানবাহন ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ৪. অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের কৃষি 5. Training Need Assessment	১. মৌসুমী পাল, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ২. মোছা: শারমীন আখতার, উপপরিচালক ৩. আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক ৪. আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম, উপপরিচালক ৫. নাঈমা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক	

'এ' ক্যাটাগরির ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নাটার অনুষদবর্গ

বি (১০ম-২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরির ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ জুলাই-ডিসেম্বর/২০২১

মাহমুদা হক
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)

২০১৬ সালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন গণকর্মচারীদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) প্রতি বছর ১০তম - ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২অর্থ বছরের জুলাই/২১-ডিসেম্বর/২১ সময়ে নাটায় ১০ম - ২০তম গ্রেডের মোট ৩২ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতি মাসে ৫ ঘন্টা করে ০৫ (পাঁচ) মাসে ২৫ ঘন্টার ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সম্মানিত অনুষদবর্গ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ইন হাউজ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুলাই/২১-ডিসেম্বর/২১ সময়ে বি (১০তম - ২০তম গ্রেড) ক্যাটাগরির ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার তালিকা:

প্রশিক্ষণের বিষয়	রিসোর্স স্পিকার/ প্রশিক্ষক
১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস	**মো: মাহবুব আলম** মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
গ্রুমিং অফ নাটা স্টাফস	**জনাব মাহমুদ হাসান** পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ডেঙ্গু জ্বরে করণীয়, প্রতিকার ও প্রতিরোধ	**ডা. মোঃ শহীদুজ্জামান শুভ** মেডিকেল অফিসার
Use of Smart Phone as another device	**জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে করণীয়	**বনানী কর্মকার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯	**জনাব মাহমুদুল হাসান** পরিচালক (প্রশাসন) (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারী দপ্তরে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া	**মোছাঃ শারমীন আক্তার** উপপরিচালক (পরিবেশ ও কৃষিবনায়ন)
তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করণ	**মাহমুদা হক** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১	**ড. মো: জামাল উদ্দিন** উপপরিচালক (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব)
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	**শামসুন নাহার** সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ)
সরকারী প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ ও ফেসবুক ব্যবহারে করণীয়।	**মো: আকলিমুজ্জামান** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
গণকর্মচারী ও অফিস সহায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য	**জনাব আবুল কালাম আজাদ** উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি)
সরকারি দপ্তরে প্রমিত বাংলার ব্যবহার	**জনাব নিলুফা আক্তার** উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)
গণকর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯	**জনাব আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম** উপপরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন)
Role of communication and leadership in working place	**মোঃ শাহীনুল ইসলাম** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
Online eReturn submission	**জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জুয়েল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
সাধারণ ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহার	**মৌসুমী পাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪	**জনাব মাহমুদ হাসান** পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
Nutrition and Physical Fitness	**মো: শরিফ ইকবাল** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০	**মোহাম্মদ আবদুল হামিদ** উপপরিচালক
কোভিড কালীন হোম গার্ডেনিং ও রুফটপ গার্ডেনিং	**লায়লাতুল রোকসানা লিমা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
বোরো চাষে আমাদের করণীয় প্রযুক্তিসমূহ	**মো: আকলিমুজ্জামান** সিনিয়র সহকারী পরিচালক

অবসর ও আনুতোষিক বিধিমালা	**মোহাম্মদ ওমর ফারুক** উপপরিচালক
GPF, CPF, BF, GI Rules and benefits of them for Govt. servants	**তাহমিনা সুলতানা** সিনিয়র সহকারী পরিচালক
Organizational Behavior	**ড. মো: তৌফিক আরেফীন** উপপরিচালক

উপরিউক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মচারীরা যেসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়ে উঠেন তা হলোঃ

* সংস্থার কাজের ধারা সম্পর্কে বিস্তরিত ধারনা লাভ করে।
* অফিস ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব নিরীক্ষা বিষয়ে দাপ্তরিক দক্ষতা লাভ করে।
* পেশাগত দক্ষতা লাভ করে।
* কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়।
* গনমুখী এবং জনকল্যান আকাঙ্ক্ষী হতে উদ্বুদ্ধ করে।
* জাতীয় সম্পদের অপচয়রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারে সচেতন হয়।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান অঙ্গীকার হলো যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য নাটা প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনের পাশাপাশি সংস্থার কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে।

'বি' ক্যাটাগরি ইন হাউস প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীবৃন্দ

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২১

লায়লাতুল রোকসানা লিমা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
(সয়েল কেমেস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি)

বাঙালির শোকের মাস আগস্ট। শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কুক্ষিগত করে রাতের অন্ধকারে একদল হায়েনা রুপী ও বিপথগামী সেনা সদস্য ঝাঁপিয়ে পরলো ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির উপর। কালক্ষেপণ না করে তারা নির্মমভাবে হত্যা করল জাতির জনককে। সে রাতে তারা হত্যা করেছিল বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও আত্মীয়-পরিজন সহ মোট ১৬ জন কে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর শিশু পুত্র ১০ বছরের রাসেল ছাড়াও আরো ০৩ টি শিশু। এমন নৃশংস হত্যাকান্ডে জাতি বিস্ময়ে বিমূঢ় ও শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল। সারা বিশ্ব জ্ঞাপন করল চরম ঘৃণা। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকালে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ১৫ আগস্ট উপলক্ষে উক্ত একাডেমির ১নং ক্লাশ রুমে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মাহবুব আলম, আরও উপস্থিত ছিলেন উক্ত একাডেমির সম্মানিত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাহমুদ হাসান মহোদয় এবং উপপরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) মোঃ মাহমুদুল হাসান মহোদয়। অনুষ্ঠানে প্রথম মূখ্য আলোচক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. মো: সাইদুর রহমান, উপপরিচালক (হর্টিকালচার) এবং দ্বিতীয় মূখ্য আলোচক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন লায়লাতুল রোকসানা লিমা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সয়েল কেমেস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি) নাটা। এরপর মূখ্য আলোচকদের আলোচনার উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাহমুদা হক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন) এবং ড. মো: মঈন উদ্দীন, উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি), নাটা। আলোচনা সভায় নাটার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে বাদ যোহর একাডেমির জামে মসজিদে ১৫ই আগস্ট শাহাদাত বরণ করা বঙ্গবন্ধু পরিবারসহ তাদের আত্মীয় পরিজনবর্গের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

১৫ আগষ্ট ২০২১ এ নাটা চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন নাটার মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (প্রশাসন), উপপরিচালক (ফুড টেকনোলজি)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত- প্রশিক্ষণ আয়োজন

নাঈমা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (কৃষি অর্থনীতি)

নাটার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২) এর কার্যক্রম ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ বিগত ৯ সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন নাটার পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান। এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীন অর্থনীতি) ও এনআইএস ফোকাল পয়েন্ট, জনাব নাঈমা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)। চলতি বছর কার্যক্রম ১.৪ এর আওতায় দুই ব্যাচ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো হল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর পটভূমি, ধরণ; জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর নিয়োগবিধি, আইন এবং অর্গানোগ্রাম ,চাকুরী ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা, শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার, উন্নত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি অফিসে এটিকেট/ শিষ্টাচার ও ম্যানারের ভূমিকা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন নাটার ১০ম থেকে ২০ তম গ্রেডের সকল কর্মচারীবৃন্দ।

নাটায় দিনব্যাপী এনআইএস (NIS) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর পদচারণা

সুমাইয়া শারমিন
পাবলিকেশন অফিসার

তিনি সুপুরুষ, সুন্দর অবয়ব কী তাঁর মোহিনী শক্তি,
জীবনভর সংগ্রাম, জেল, জুলুম আর কারাগারে বন্দী।
অবাক হই, বিস্ময়ে তাকিয়ে রই, ভাবনায় পড়ে মন
নেতৃত্বের পাশে লুকিয়ে ছিল অনন্য সাহিত্যিক গুণ।

'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়াচীন', 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
বাংলার সংবিধান, স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানুষ সবই তার কাছে চিরঋণী।।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘর আলো করে জন্ম নিল ফুটফুটে এক শিশু। সেই শিশুটিই যে একদিন একটি ইতিহাস, একজন কিংবদন্তি, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি মহিরুহ, একটি হিমালয়ে পরিণত হবে সেদিন শিশুটির খোদ পিতা-মাতাও ভাবতে পারেননি। তাঁর এই হিমালয়ের মত রাজনৈতিক বিশালতার জন্য কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম, আমি হিমালয়কে দেখলাম"।

শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বজোড়া পরিচিতি একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তার দীপ্ত নেতৃত্বের কারণে সারা বিশ্বে তিনি অবিস্মরণীয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ১৮ মিনিটের ভাষণে সারা দেশের আপামর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে। সেই ডাক, "তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা।" এটি শুধু ১৮ মিনিটের একটি ভাষণ ছিল না, এটি ছিল একটি আবৃত্তিযোগ্য শ্রেষ্ঠ কবিতা। বঙ্গবন্ধু আবির্ভূত হলেন লেখক সত্তা নিয়ে। আমরা খুঁজে পেলাম কথাসাহিত্যিক বঙ্গবন্ধুকে। ভাষণের যদি সাহিত্য মূল্য থাকত, তবে ৭ মার্চের ভাষণ সেই দিক দিয়ে হত অনন্য। ভাষণটির প্রতিটি শব্দচয়ন মানবদেহ আন্দোলিত করে শিহরণ জাগিয়েছিল, এখনও জাগায়। যে ভাষণ গুলো গোটা দুনিয়ায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল ৭ই মার্চ ভাষণ এর মধ্যে অন্যতম। যে কারণে ২০১৭ সালে ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণকে ডকুমেন্টারী হেরিটেজ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকাভুক্ত করে। আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন News Week বঙ্গবন্ধুকে The Poet of Politics অর্থাৎ- রাজনীতির কবি ঘোষণা করে। আসলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথা এক একটি সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যিনি যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করবেন সেই ভাষাকে নিজের করে তারপর সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

বাংলাকে নিজেদের করে ভাষা করে নিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার ওপর ও আমার দেশের ওপর যে আঘাত হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তার মোকাবেলা করতে হবে। সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। .....কথা হয়, ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করব, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হল ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের।' নানা ঘটনা প্রবাহে আমাদের মুখের ভাষা হল বাংলা। এবার সেই বাংলাকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করা দরকার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিলেন। বাড়িয়ে দিলেন বাংলার মর্যাদা, বাংলা ভাষার মর্যাদা। বাংলাকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে গেলেন। বাংলা ভাষাকে নিয়ে ছিল তার অহংকার। তাইতো তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব ''আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা''। বঙ্গবন্ধুকে ইংরেজিতে ভাষন দেওয়ার অনুরোধ করা হলে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সু-গভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে তার প্রতিত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই'। এর আগে ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ৭৩ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলায় ভাষণ দেন তিনি। কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না, পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে শুধু ভাষণই উচ্চারিত হয়নি, বজ্রমুষ্ঠিতে উঠেছিল কলমও। বঙ্গবন্ধুর লিখিত গ্রন্থ, বক্তৃতা, কথামালায় ফুটে উঠেছে একজন সাহিত্যিকের চরিত্র। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তার বেশ অনুরাগ, যার প্রমাণ মেলে তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও আমার দেখা নয়াচীন' নামক বইয়ে। তার লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' দু'টি বইয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উচ্চমার্গের সাহিত্যিক ছায়া। কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারে, তার প্রমাণ মেলে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে। পাকিস্তানিদের পরাজয় সুনিশ্চিত তা তিনি জেলে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন-

'মানুষের যখন পতন আসে,
তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।'

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দি অবস্থায় এই অমূল্য জীবনী রচনা করেন। ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি এক্সারসাইজ খাতা আকস্মিক ভাবে তার মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুঁজে পান। খাতাগুলো অনেক পুরনো, পাতাগুলো জীর্ণপ্রায় এবং লেখা প্রায় অস্পষ্ট। মূল্যবান ওই খাতাগুলোই বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। যা তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় বইটি। অসমাপ্ত আত্মজীবনী জুড়েই আছে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। এখানে নিজের জীবনদর্শনের এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যা একজন ব্যক্তিকে বোঝা সহজ করে দেয়। এভাবে বাঙালির মানসচেতনায় সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে এই বই। বইটিতে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখকের বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশভাগ, কলকাতা কেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, দেশ বিভাগ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। লেখকের কারাজীবন, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সর্বোপরি সর্বংসহা সহধর্মিনীর কথা, যিনি তার রাজনৈতিক জীবনে সহায়ক শক্তি হিসেবে সকল দুঃসময়ে তার পাশে অবিচল ছিলেন। একইসঙ্গে লেখকের চীন, ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের বর্ণনাও বইটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে তার রচিত নতুন গ্রন্থ 'কারাগারের রোজনামচা'। তিনি কারাবন্দি জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সময়ের সদ্ব্যবহার করে লিখেছেন এই রোজনামচা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বের কারাস্মৃতি এ বইটিতে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি

দেওয়ার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কারাগারে তার লেখা দুটি এক্সারসাইজ খাতা জব্দ করে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং পুলিশের বিশেষ শাখার সহায়তায় উদ্ধারকৃত একটি খাতার গ্রন্থরূপ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত এই 'কারাগারের রোজনামচা'। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের যত বাঁধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যথা-বেদনা, রক্তক্ষরণ, ক্রান্তিকাল সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। আমাদের ভাগ্যোন্নয়ণ, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের জন্য নিজের জীবন-যৌবন উজাড় করে দিয়ে যে মহান আত্মত্যাগের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা এই বইয়ের পাতায়-পাতায় পরম মমতায় শব্দে-বাক্যে উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপনের পর বারবার গ্রেফতার হন। ওই সময়ের বন্দিজীবনের দিনলিপি উঠে এসেছে বইটিতে। বঙ্গবন্ধু কারান্তরীণ থাকাকালীন প্রতিদিন ডায়েরি লেখা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর জেল-জীবন, জেল-যন্ত্রণা, কয়েদীদের অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল- সেসব বিষয় যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে; ঠিক তেমনি তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা, গণমাধ্যমের অবস্থা, শাসকগোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, ৬ দফার আবেগকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রকৃতিপ্রেম, পিতৃ-মাতৃভক্তি, কারাগারে পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বইটিতে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্মৃতিচারণে তার মনের অব্যক্ত কথা বলতে চেয়েছেন। বাঙালির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কখনো 'বীরের জাত' আবার কখনো 'পরশ্রীকাতর' ও বলেছেন। তিনি কখনো ফিরে গেছেন ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, কখনো বা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গড়ে ওঠা সেই মহৎ সংগ্রামে। বর্ণনা করেছেন সেই সময়কার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকার কথা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম অবদান 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' বইসমূহের মোড়ক

বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন 'আমার দেখা নয়াচীন'। বইটি পড়লে জানা যাবে, আজ থেকে সাত দশক আগে বঙ্গবন্ধু কতটা দূরদর্শী ছিলেন, সময় থেকে তিনি কতটা অগ্রগামী ছিলেন। তিনি পিকিংয়ে শান্তি সম্মেলনে কেন যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং কতটা বাঁধা-বিপত্তি কাটিয়ে নয়াচীনে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায়। 'আমার দেখা নয়াচীন' বইয়ে নয়াচীনের রেল ভ্রমণের বর্ণনা এসেছে দারুণভাবে। তিনি যা দেখেছিলেন তাই বিশ্লেষণ করেছেন। বইটিতে তৎকালীন নয়াচীনের সার্বিক অবস্থা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন তিনি।

নিঃসন্দেহে বই তিনটি ব্যতিক্রম। এখানে কল্পনার আশ্রয় নেই। নিরেট একজন মানুষের কষ্টে যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। একজন নিয়মিত লেখক না হয়েও বঙ্গবন্ধু এক অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের নতুন সংযোজন। এত যত্ন ও নিষ্ঠায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাহিত্য গুণসম্পন্ন অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ যে বই তিনি লিখে গেছেন, তাতে আমরা নতুন এক বঙ্গবন্ধুকে পেলাম। রাজনীতির সঙ্গে লেখক সত্তায় নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রনির্মাতা ও সাহিত্য স্রষ্টার সম্মিলনে বঙ্গবন্ধুর মহত্ত্ব অন্যরকম উচ্চতায় স্থিত হলো।

শেখ রাসেল : একটি সম্ভাবনাময় প্রদীপের অকালপ্রয়াণ

তৌফিকুন নাহার

সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুড প্রসেসিং টেকনোলজি)

১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সাল। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ঐতিহাসিক বাড়িকে আলোকিত করে রাত দেড়টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদরের ছোট সন্তান হয়ে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছিল তাঁর নাম রাসেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল একজন দার্শনিক, বিজ্ঞানী, পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্বনেতা, বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্যে 'কমিটি অব হানড্রেড' তিনি গঠন করেন। এই পৃথিবীটাকে মানুষের বসবাসের জন্য সুন্দর ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন তিনি নিরলস। বাবা মুজিব হয়তো স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর ছোট ছেলে আপন প্রতিভায় একদিন দীপ্ত হয়ে উঠবে। হবেন লেখক, দার্শনিক কিংবা বিশ্ব শান্তির নতুন কোন কান্ডারী। ছোট্ট শহীদ রাসেলের স্বল্প সময়ের জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা সেটাই দেখতে পাই। তিনি ছিলেন প্রচন্ড সাহসী, মানবিক ও রাজনৈতিকবোধ সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। "হরতাল, জয়বাংলা" ছিল তার মুখের বুলিতে। একবার রাসেলকে একটি বড় কালো পিঁপড়া কামড়ে দিলে তার আঙুল কেটে রক্ত বের হয়। সে খুব কষ্ট পায়। এরপর ওই কালো পিঁপড়া দেখলেই রাসেল তাকে 'ভুট্টো' ডাকত! সম্ভবত পাকিস্থানীদের অত্যাচারের কথা মনে করেই এই নাম দেওয়া! এ থেকে বোঝা যায় সে সবসময় রাজনৈতিক সচেতন ছিল। তার অন্য একটি বড় গুন ছিল আতিথেয়তা। যখন টুঙ্গীপাড়ায় যেতেন সমবয়সী সকল বন্ধুদেরকে তিনি বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। আতিথেয়তা বঙ্গবন্ধু পরিবারের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আনন্দময় শৈশবে রাসেলের দুরন্তপনার মাঝেও মায়ের শিক্ষায় তার মানবীয় গুণাবলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেই অল্প বয়সেই রাসেল মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে শেখে। বাড়ির কাজের ছেলে আব্দুল মিয়াকে 'ভাই' বলে ডাকত। বাসায় আম্বিয়ার মা নামে একজন কাজের বুয়া ছিলেন। ছোটবেলায় তাকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়াতেন। রাসেল যখন একটু বড় হলো, তখন রান্নাঘরে লাল ফুল আঁকা থালায় করে পিঁড়ি পেতে বসে এই কাজের লোকদের সঙ্গে ভাত খেতে খুব পছন্দ করত। ভালো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার পেছনে পরিবার একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন একজন আদর্শ মাতা। তিনি তাঁর সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় মানুষ করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানবিক গুণাবলি। আজকে যার বড় অভাব। মানবিক মূল্যবোধের অভাবে দানবীয় চরিত্রগুলোর ছত্রছায়ায় শান্ত সমাজ প্রায়ই অশান্ত হয়ে উঠছে। রাসেল যখন সবে হাঁটতে শিখেছে, তখনই কবুতরের পেছনে পেছনে ছুটেছে। একটু বড় হলে নিজের হাতে কবুতরের খাবার দিয়েছে। সকালে নাস্তার জন্য পরোটা ও কবুতরের মাংস ভুনা পরিবারের সবার প্রিয় খাবার হলেও রাসেল কোনো দিন কবুতরের মাংস খেত না। কবুতরের প্রতি তার, সে কী মায়া! অনেকে অনেক চেষ্টা করেও তার মুখে এক টুকরা কবুতরের মাংস দিতে পারেনি। রাসেলের মাছ ধরারও খুব শখ ছিল। তবে মাছ ধরার পর আবার তা

শেখ রাসেল দিবসে শেখ রাসেলের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ছেড়ে দিতেই সে বেশি মজা পেত। এটাই ছিল তার মাছ ধরার খেলা। বঙ্গবন্ধুর বাসায় একটি পোষা কুকুর ছিল 'টমি' নামে। 'টমি' সবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। ছোট রাসেলকে নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ টমি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠে তখন রাসেল ভয় পেয়ে যান। কাঁদতে কাঁদতে শেখ রেহানার কাছে এসে বলে টমি আমাকে বকা দিয়েছে। তার কথা শুনে বাসার সবাইতো আত্মহারা- টমি আবার কিভাবে বকা দিলো? টমিকে সে খুব ভালোবাসত, হাতে করে খাবার দিত, সে নিজের পছন্দমত খাবারগুলো টমিকে ভাগ করে দেবেই কাজেই সেই টমি বকা দিলে দুঃখ তো পাবেই! মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পরিবারের সবার সঙ্গে ছোট্ট রাসেলকেও বন্দি জীবন যাপন করতে হয়। ঠিকমতো খাবারদাবার নেই। কোনো খেলনা নেই, বইপত্র নেই। কী কষ্টে যে দিন কেটেছে রাসেলের! চোখের কোণে সব সময় পানি। যদি জিজ্ঞেস করা হতো, কী হয়েছে রাসেল? জবাব দিত, চোখে ময়লা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে শেখ রাসেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'অবাক লাগত এতটুকু শিশু কিভাবে নিজের কষ্ট লুকাতে শিখল।' তিনি লিখেছেন, "রাসেল অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পাকসেনারা তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করত ও জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখত। অনেক অস্ত্রের নামও শিখেছিল। যখন এয়ার রেইড হতো, তখন পাকসেনারা বাংকারে ঢুকে যেত আর আমরা তখন বারান্দায় বের হওয়ার সুযোগ পেতাম। আকাশের যুদ্ধবিমানের 'ডগ ফাইট' দেখারও সুযোগ পেতাম। প্লেন দেখা গেলেই রাসেল খুব খুশি হয়ে হাতে তালি দিত।" শৈশবেই তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত ছিল। শেখ হাসিনার আদর-স্নেহেই বড় হয়ে উঠছিল রাসেল। এই ভাইটিকে হারানোর দুঃসহ বেদনা যে ভোলার নয়! এই দুঃখভার বুকে নিয়ে, উদগত কান্না চেপে দেশ পরিচালনার মহান দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে তাকে। শেখ রাসেলের জন্মদিনে আমাদের অঙ্গীকার, আর অসহিষ্ণুতা নয়, আর অপরাধীদের পশ্রয় বা দায়মুক্তি নয়। বাংলাদেশ হোক সব শিশুর, সব মানুষের নিরাপদ বাসভূমি। এরই অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর ২০২১ প্রথমবারের মতো জাতীয়ভাবে পালিত হয়েছে শেখ রাসেল দিবস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষন একাডেমিতে কেক কাটা, সেমিনার, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মযজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। দিনের প্রারম্ভে নাটার অনুষদবর্গ ও বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা; অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন জনাব মাহমুদুল হাসান, মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), নাটা। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন জনাব তৌফিকুন নাহার সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও লুপু রহমান লাইব্রেরিয়ান, নাটা। মুক্ত আলোচনার পর মুখরিত শিশুদের সরব উপস্থিতিতে কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দিনের মধ্যাহ্নে ৭২-তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচনায় বিভিন্নভাবে উঠে আসে যে, 'শেখ রাসেল দিবস'-শুধু একটি দিবস নয়, বরং ইতিহাসের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে উজ্জীবিত হওয়ার দিন মাত্র; যেন শিশুদের সুরক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য সেটা প্রতিষ্ঠিত করার পথে দেশ অগ্রসর হয় -যেন আর কোন সম্ভাবনাময় প্রদীপের অকালপ্রয়াণ না হয়।

নাটায় শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ

এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেস নাইট

মোঃ শরিফ ইকবাল
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফুল ও ফল)

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ক্যাডারভূক্ত নবীন কর্মকর্তাদের ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এর শুভ উদ্বোধনি হয় ৬ জুন ২০২১ তারিখ। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ৬ মাস ব্যাপী এ কোর্সটি পরিচালিত হয়েছে দেশের ৮টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এ মোট ৬২২ জন প্রথম শ্রেণি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এ কোর্সের আওতায় জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে ১৩টি ক্যাডারের ৭১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মাঝে ৬৪ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী কর্মকর্তা। পুলিশ ক্যাডারের ৩০ জন, গণপূর্ত ক্যাডারের ১৩ জন, প্রশাসন ক্যাডারের ২ জন, আনসার ক্যাডারের ২ জন, কর ক্যাডারের ৩ জন, কাস্টম ও এক্সাইজ ক্যাডারের ১ জন, সমবায় ক্যাডারের ২ জন, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের ২ জন, তথ্য ক্যাডারের ৪ জন, মৎস্য ক্যাডারের ৪ জন, ডাক ক্যাডারের ৪ জন, সড়ক ও জনপথ ক্যাডারের ২ জন, পরিসংখ্যান ক্যাডারের ২ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মাঝে অধিকাংশই বিসিএস ৩৬তম থেকে বিসিএস ৩৮তম ব্যাচের সদস্য। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ মেস নাইট। নাটায় অনুষ্ঠিত ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে গত ২ নভেম্বর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩য় মেস নাইট। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)'র মিলনায়তনে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেস কমিটি ও সাংস্কৃতিক কমিটি দুই পর্বের মেস নাইটের আয়োজন করে। নাটার দৃকালয় অডিটরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইংয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্ম সচিব জনাব ড. হুমায়রা সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক ড. এ কে এম নাজমুল হক।

এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩য় মেস নাইট এ বক্তব্য রাখছেন
কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব ওয়াহিদা আক্তার মহোদয়

অনুষ্ঠানটি আলোচনা পর্ব দিয়ে শুরু হয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দিয়ে সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন প্রশিক্ষণার্থীগণ। কোর্সের ৩য় মেস কমিটির দলনায়ক নিশাত আল নাহিয়ান স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শেষে আলোচনা পর্বের সমাপনী ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মাহমুদুল হাসান মহোদয়। সাংস্কৃতিক পর্বে প্রশিক্ষাণার্থীগণের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় অনুষ্ঠানস্থলে এক আনন্দোচ্ছল পরিবেশ বিরাজ করে। চমৎকার কবিতা আবৃত্তি, গান, অভিনয়, কৌতূক দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ মাতিয়ে রাখেন অনুষ্ঠানটিকে। আমন্ত্রিত অতিথি ও ফ্যাকল্টি মন্ডলি প্রশিক্ষণার্থীদের মেধা ও মননের প্রশংসা করেন। মেস নাইটেই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য ও মনোরম। মেস নাইট অনুষ্ঠানের শেষে ছিল বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেস কমিটি কর্তৃক আপ্যায়নপর্ব। এ পর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং নাটার ফ্যাকাল্টিবৃন্দ "আহার্য ক্যাফেটেরিয়ায়" মেস কমিটির আপ্যায়নে অংশগ্রহণ করেন।

এন-৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩য় মেস নাইট এ প্রশিক্ষণার্থীগণের দলীয় উপস্থাপনা

"Emerging Issues in Precision Agriculture" শীর্ষক সেমিনার

মোঃ ইসকান্দার হোসেন
উপপরিচালক (এগ্রোনমি)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা), গাজীপুর এ ১৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয় Emerging Issues in Precision Agriculture (ইমার্জিং ইস্যুস ইন প্রিসিশন এগ্রিকালচার) বিষয়ক দিনব্যাপী সেমিনার। এ যুগোপযোগী সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর মহাপরিচালক ড. এ কে এম নাজমুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে নতুন একটি বিষয়ে সুন্দর একটি সেমিনার আয়োজন করায় নাটা কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নাটাকে আমরা এপেক্স ট্রেইনিং একাডেমি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। নতুন নেতৃত্বে নাটার কার্যক্রম আরো বেগবান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কৃষিতে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের প্রিসিশন এগ্রিকালচারে এগিয়ে যেতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ Precision Agriculture এর ধারণা, কম্পোনেন্ট, সম্ভাব্য বাধাসমূহ, উত্তরণের উপায়সমূহ, চলমান কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কেস স্টাডি আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন Frelance International Consultant ড. মঈন উস সালাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের Principal Investigator ড. মোঃ নাজিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)-র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাহমুদ হাসান।

"Emerging Issues in Precision Agriculture" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়

"Emerging Issues in Precision Agriculture" শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

"Emerging Issues in Precision Agriculture" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
নাটা এর মহাপরিচালক মহোদয়

সভাপতি হিসেবে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর মহাপরিচালক ড. এ কে এম নাজমুল হক সেমিনারটিকে অর্থবহ করে তোলার জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানান এবং ভবিষ্যতে নাটা'তে এ জাতীয় সেমিনার আয়োজনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসূহের প্রতি উদ্বাত আহবান জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিগণ এবং নাটার অনুষদবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সকলের অংশগ্রহণে একটি সফল সেমিনার আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

শামসুন নাহার
সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ফিল্ড ক্রপ ডিজিজ)

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ ও বর্তমান পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবেলা, দক্ষ, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক কর্মকর্তা বির্নিমাণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের নবম ও তদুর্ধ কর্মকর্তাগণের সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)। তারই ধারাবাহিকতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় "সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকর্তাগণের ২ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। "সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে মোট আট ব্যাচে ২৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব ড. এ কে এম নাজমুল হক, প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব বেনজীর আহমেদ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা। কোর্সটিতে রিসোর্স স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ড. আইয়ুব হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. নুরুল আমিন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. এরশাদ আলী ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব ড. দুররুল হুদা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক বলেন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চল ভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষি যন্ত্র দেয়া হচ্ছে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে কমবাইন্ড হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ধান মাড়াই মেশিন, পাওয়ার থ্রেশার, ড্রায়ার, পাওয়ার উইডার, পটেটো ডিগার, মেইজ শেলার ইত্যাদি। এটি সারাবিশ্বে এটি একটি বিরল ঘটনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষিকে বাণিজ্যিকভাবে অধিকতর লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তাছাড়া ঃ

* আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%-১৫% অপচয় রোধ এবং ৫০% চাষাবাদ সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয়
* সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল আবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।
* কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
* যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা।
* ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব ড. এ কে এম নাজমুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির সঙ্গে খাদ্য জড়িত, আর খাদ্যের সঙ্গে জীবন। এই জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সনাতন চাষ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে ফসলের মৌসুমে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি এবং যন্ত্রে দক্ষ কৃষক গড়ে তোলা ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক কৃষির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কখনোই সম্ভব নয়।

কোর্সটিতে কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. মো. জামাল উদ্দীন (উপপরিচালক) নাটা, মো. শরিফ ইকবাল (সিনিয়র সহকারী পরিচালক), নাটা ও শামসুন নাহার (সিনিয়র সহকারী পরিচালক), নাটা। কোর্স উপদেষ্টা জনাব মাহমুদ হাসান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নাটা মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগিতা এবং কোর্স সমন্বয়কারীগণের কঠোর

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্স সমন্বয়কারীর নাম ও পদবী	ব্যাচ	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Elemental ICT and Orientation of Web Portal for the Capacity Development of ATI Officers	১. আবুল কালাম আজাদ উপপরিচালক ২. নাঈমা সুলতানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	১টি	৩ দিন	১৬-১৮ অক্টোবর	২৫ জন
২	Elemental ICT and Orientation of Web Portal for the Capacity Development of ATI Officers	১. আবুল কালাম আজাদ উপপরিচালক ২. নাঈমা সুলতানা সিনিয়র সহকারী পরিচালক	১টি	৩ দিন	২০-২২ অক্টোবর	২৫ জন
৩	"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ	১. ড. মো. জামাল উদ্দীন (উপপরিচালক) ২. মো. শরিফ ইকবাল (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	২টি	২ দিন	১৪-১৫ নভেম্বর	৬০ জন
৪	"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ	১. ড. মো. জামাল উদ্দীন (উপপরিচালক) ২. মো. শরিফ ইকবাল (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	২টি	২ দিন	১৭-১৮ নভেম্বর	৬০ জন
৫	"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ	১. মো. শরিফ ইকবাল (সিনিয়র সহকারী পরিচালক) ২. শামসুন নাহার (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	২টি	২ দিন	২১-২২ নভেম্বর	৬০ জন
৬	"সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ	১. মো. শরিফ ইকবাল (সিনিয়র সহকারী পরিচালক) ২. শামসুন নাহার (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	২টি	২ দিন	২৩-২৪ নভেম্বর	৬০ জন
৭	Public Financial Management and Modern Office Management for the Capacity Development of ATI Officers	১. মাহমুদা হক (সিনিয়র সহকারী পরিচালক) ২. শামসুন নাহার (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	১টি	৩ দিন	০৪-০৬ ডিসেম্বর	২৫ জন
৮	Public Financial Management and Modern Office Management for the Capacity Development of ATI Officers	১. মাহমুদা হক (সিনিয়র সহকারী পরিচালক) ২. শামসুন নাহার (সিনিয়র সহকারী পরিচালক)	১টি	৩ দিন	০৭-০৯ ডিসেম্বর	২৫ জন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২১

শারমিন সুলতানা
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
(হর্টিকালচার ক্রপ পেষ্ট)

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, বীরের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দিন, পৃথিবীর মানচিত্রে লাল সবুজের পতাকার স্থান পাওয়ার দিন, বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ডের নাম জানান দেওয়ার দিন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী। সব মিলিয়ে এবারের বিজয়ের আয়োজনে ভিন্নমাত্রা যোগ হয়েছে। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে যথাযথ মর্যাদার সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫১ তম মহান বিজয় দিবস ২০২১ পালন করা হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে দৃকালয় অডিটরিয়ামে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সম্মানিত পরিচালক (প্রশাসন) মাহমুদুল হাসান মহোদয়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. একে এম নাজমুল হক মহোদয়। অনুষ্ঠানে মূল আালোচক হিসেবে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টি বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন শারমিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (হর্টিকালচার ক্রপ পেষ্ট), নাটা। মূল আলোচকের বক্তব্য শেষে মূল আালোচকের আলোচনার উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ড. মোঃ জামাল উদ্দিন, উপপরিচালক (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব), নাটা মহোদয় এবং আবু সৈয়দ মোঃ জোবায়দুল আলম, উপপরিচালক (কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন), নাটা মহোদয়। আলোচনা সভায় নাটার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ অংশগ্রহন করেন। আলোচনা শেষে বাদ যোহর একাডেমির জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় ।

১৬ই ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নাটায় অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা

নিলুফা আক্তার
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও প্রকাশনা)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) তে ২০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৬ টি অংশীজন প্রতিষ্ঠানের সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে এক অবহিতকরণ সভা অনলাইনে Zoom platform এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক ড. এ কে এম নাজমুল হক। জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক, নাটা জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা এর বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিত করেন। বিশেষ করে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম এর অধীনস্থ কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে তথ্য প্রদান কর্মকর্তা, নাটা জনাব নিলুফা আক্তার ২০২১-২২ অর্থবছরের তথ্য অধিকার বিষয়ে অত্র দপ্তরের কর্মপরিকল্পনা ও সংস্থার স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য এবং তথ্যের ক্যাটালগ সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণ তাদের পরিকল্পনা এবং মতামত প্রদান করেন। সবশেষে অত্র দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এর গুরুত্ব এবং নাটা কি কি বিষয়ে সেবা প্রদান করে সে বিষয় উপস্থাপন করেন ফোকালপয়েন্ট ড. মো: জামাল উদ্দিন, উপপরিচালক, নাটা। সেবা প্রদান বিষয়টি বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার ইস্যু এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সেবা প্রদানকালে এর অনুসরণ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেবিনেট ডিভিশন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ছকপত্রে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নাটার এর ওয়েবসাইটে সর্বশেষ সংশোধনীসহ আপলোড করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে নাটার কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন প্রকাশনা কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট জনাব সুমাইয়া শারমিন। তিনি বলেন যে, নাটায় নির্দিষ্ট সময়ে অফলাইন/অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি, নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফোকালপয়েন্টগণ অংশগ্রহণ করেন বর্তমানে নাটার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তারা অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর ২/৩ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। তারা এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নাটাকে ধন্যবাদ জানান।

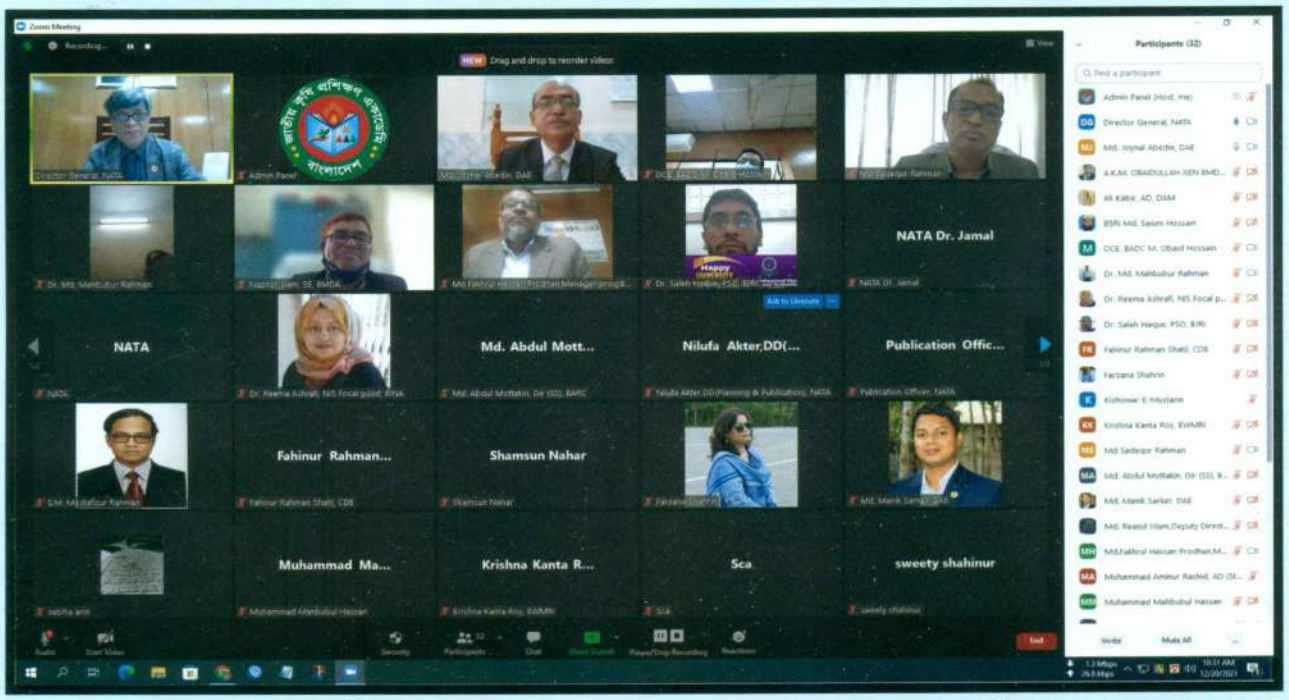

নাটায় অংশীজনদের (Stakholder) সাথে সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ণ কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

গাজীপুর-১৭০১

www.nata.gov.bd